আলহাজ্ব মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বিশিষ্ট রাজনীতিক, সাংবাদিক ও লেখক

আলহাজ্ব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান-এর

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শেরপুরবাসী কর্তৃক প্রকাশিত

www.pathagar.com

বিশিষ্ট রাজনীতিক, সাংবাদিক ও লেখক

আলহাজ্ব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান-এর

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রকাশনায়
শেরপুরবাসী

প্রকাশকাল
আগষ্ট - ২০০১

বিনিময়
তিন টাকা মাত্র

www.pathagar.com

প্রাথমিক কথা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বহুল আলোচিত নাম মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। মেধা ও মননের দিক থেকে দেশের নেতৃস্থানীয়দের মাঝে তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং একজন প্রতিশ্রুতিশীল রাজনৈতিক নেতা। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি। বর্তমানে তিনি দেশের বৃহত্তম ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান মৃদুভাষী, সদালাপী-অমায়িক ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন মানুষ। রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি দেশের একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকও তিনি।

ছাত্রজীবন

মুহাম্মদ কামারজ্জামান ১৯৫২ সালের ৪ জুলাই শেরপুর জেলার বাজিতখিলার মুদিপাড়া গ্রামে এক ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুমরী কালিতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার পর শেরপুর জিকেএম ইন্সটিটিউশনে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বরাবরই প্রথমস্থান অধিকার করেছেন। অষ্টম শ্রেণীতে তিনি আবাসিক বৃত্তি পান। ১৯৬৭ সালে জিকেএম ইন্সটিটিউশন থেকে ৪টি বিষয়ে লেটারসহ এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং আবাসিক বৃত্তি লাভ করেন।

১৯৬৭-৬৯ সেশনে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু দেশে '৬৯ এর গণআন্দোলন শুরু হওয়ায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। ১৯৭১ (১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত) সালে মোমেনশাহীর নাসিরাবাদ কলেজ থেকে এইচ এস সি

www.pathagar.com

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত) সালে ঢাকা আইডিয়াল কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বি এ পাস করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে মাস্টার্সে ভর্তি হন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবৃত্তি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে কৃতিত্বের সাথে এম এ পাস করেন।

ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। বিশেষ করে কলেজের বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। স্কুলে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে 'অভিযাত্রী' নামে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেন। জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজে অধ্যয়নকালে তার সম্পাদনায় 'অঙ্গীকার' এবং 'জয়ধ্বনি' নামক দুটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ সালে 'দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা প্রকাশনার শুরু থেকেই তিনি মোমেনশাহী জেলা সংবাদদাতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান

শেরপুরের বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মরহুম কাজী ফজলুর রহমানের আহবানে জি কে এম ইন্সটিটিউটে নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন সময় তিনি ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র সংগঠনে যোগ দেন। কলেজে পা দিয়েই তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি প্রথম ঢাকা মহানগরীর সভাপতি এবং পরে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল

www.pathagar.com

মনোনীত হন। ১৯৭৮ সালের ১৯ এপ্রিল ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং একমাস পরই নির্বাচনের মাধ্যমে সেশনের বাকী সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৮-৭৯ সালেও শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হন।

বিশ্বমুসলিম যুব সংস্থা (ওয়ামী) এবং বাংলাদেশ সরকারের যুব মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে মৌচাক স্কাউট ক্যাম্পে আন্তর্জাতিক ইসলামী যুবসম্মেলন আয়োজন করা হয়। এতে তিনি প্রধান সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় যুব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন শেরপুরের আরেক কৃতি সন্তান মরহুম খন্দকার আব্দুল হামিদ। উল্লেখ্য যে, এই সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন।

সাংবাদিকতায় কামারুজ্জামান

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান সাংবাদিকতাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালে তিনি বাংলা মাসিক 'ঢাকা ডাইজেস্ট' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৯৮১ সালে তাকে সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মাত্র ১ জন পিয়ন ও ১ জন কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু করে সোনার বাংলা। সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোনার বাংলায় ক্ষুরধার লেখনির কারণে এরশাদের শাসনামলে পত্রিকাটির প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয়। ফলে ৬ মাস পত্রিকাটি বন্ধ থাকে। 'সোনার বাংলা'র রাজনৈতিক কলাম ও বিশ্লেষণ বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পত্রিকাটি দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সাপ্তাহিকের মর্যাদা লাভ করে। অনেক বাধা-বিপত্তি ও দফায় দফায় নিউজ প্রিন্টের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও অদ্যাবধি সোনার বাংলার নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান এখনও পত্রিকাটির সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম ও দেশীয় বামপন্থী সেক্যুলার পত্র-পত্রিকার বৈরী আচরণে বরাবর তিনি খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করে থাকেন। এ কারণেই তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে কতিপয় ব্যক্তির সহযোগিতায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'নতুন পত্র' প্রকাশ করেন। ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে ১৯৮৩ সালে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে জনাব কামারুজ্জামানকে দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দশ বছর তিনি সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

জাতীয় রাজনীতিতে সংগ্রামী ভূমিকা

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ১৯৭৯ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৮১-৮২ সালে তিনি কিছুদিনের জন্য ঢাকা মহানগরী জামায়াতের জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং এ সময়ই তিনি জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৯২ সালে তাঁকে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশী সময় দেবার প্রয়োজনেই ১৯৯৩ সালে তিনি দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন।

১৯৯২ সাল থেকে তিনি জামায়াতের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করছেন। জামায়াতের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কমিটি ও লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য হিসাবে বিগত স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ১৯৮৩-৯০ পর্যন্ত তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৩-৯৫ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসায় রাজনৈতিক অঙ্গনে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেয়। এ সময় তিনি ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্য গড়ে তোলায় দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছেন, যা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। চারদলের কেন্দ্রীয় লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসাবে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্য প্রচেষ্টায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এজন্য দলীয় রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন ফোরামের সভা-সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন। জাতির উপর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা এবং সমাজতন্ত্রের নামে নাস্তিক্যবাদ চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছেন। এ জন্য শেখ মুজিবের শাসনামলে তাকে দুইবার গ্রেফতার করা হয়। দুইবারে তিনি ১ বছর ৬ মাস বিনা বিচারে আটক ছিলেন। প্রথমবার কোন মামলা ছাড়াই আটক করা হয় ৫৪ ধারায়। দ্বিতীয়বার মুসলিম বাংলা গঠনের আন্দোলনের অভিযোগে গ্রেফতার করে সরকার উৎখাত ও রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করা হয়। কোর্টে মিথ্যা মামলা চালাতে সরকার ব্যর্থ হলে তিনি মুক্তি পান।

সমাজসেবক হিসেবে

সক্রিয় রাজনীতির পাশাপাশি জনাব কামারুজ্জামান একজন সমাজ সেবক হিসেবেও অবদান রেখেছেন। জনগণের কল্যাণের জন্য তার সীমিত সামর্থকে কাজে লাগিয়ে তিনি এ পর্যন্ত বেশ কিছু শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। শেরপুর দারুস্‌সালাম ট্রাস্টের তিনি চেয়ারম্যান। এই ট্রাস্টের অধীনে মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠাগার, ইয়াতীমখানা ও ক্লিনিক পরিচালিত হচ্ছে। অতি দরিদ্রের জন্য গৃহনির্মাণ, টিউবওয়েল স্থাপন, চিকিৎসা সাহায্য, বন্যা দুর্গতদের পুনর্বাসন ও ত্রাণ তৎপরতায় তিনি উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান

www.pathagar.com

থেকে সহায়তা ও শিক্ষার আলো পেয়েছে শত শত ছাত্র। সমাজ কল্যাণ, সমাজ উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন ও গরীব জনগণকে সাহায্য করার জন্য বহুমুখী প্রকল্পের তিনি পৃষ্ঠপোষক।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান জাতীয় প্রেসক্লাবের একজন সদস্য এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নেরও সদস্য ছিলেন। ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

লেখক হিসেবে

জনাব কামারুজ্জামান সেইসব বিরল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরই একজন যারা তাদের রাজনৈতিক ব্যস্ততার পাশাপাশি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মৌলিক অবদান রেখেছেন। এ পর্যন্ত দশটিরও বেশী গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। এর মধ্যে ৭টি প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলো ঃ

১) আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব ২) বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন ৩) পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ ও ইসলামী আন্দোলন ৪) সংগ্রামী জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম ৫) স্থিতিশীল গণতন্ত্র ও সমানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন ৬) কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা (অনুবাদ গ্রন্থ)।
বইগুলো পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বিশ্বের ২৫টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৭৬ সালে তিনি পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। ১৯৭৬ সালে ভারতীয় ইসলামী ছাত্র সংগঠনের নেপালের পর্যটন নগরী পোখরায় অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সময় তিনি নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডুতে সেখানকার

www.pathagar.com

ইসলামী নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হন। ভারতের মুসলিম ছাত্রনেতৃবৃন্দের অনুরোধে তিনি সেখান থেকে পশ্চিম বঙ্গ সফর করেন।

১৯৭৬ সালে হজ্ব উপলক্ষে সৌদী আরব সফরকালে তিনি অনেক খ্যাতিমান মুসলিম নেতার সাক্ষাত লাভ করেন। এ সময় তিনি ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ নাসের, সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতী শেখ আবদুল্লাহ বিন বা'জ, পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ও রাজনীতিক মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী, খুররম জাহ মুরাদ ও ইরাকের ডঃ আহমদ তুতুঞ্জীসহ অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

বিশ্বমুসলিম যুব সম্মেলনে

১৯৭৮ সালে তিনি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ আয়োজিত বিশ্ব মুসলিম যুব সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এ সময়ই তার সাথে মালয়েশিয়ার যুব নেতা আনোয়ার ইব্রাহিম (পরবর্তীকালে মালয়েশিয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার) এবং ফিলিপাইনের স্বাধীনতাকামী মুসলিম নেতা নূর মিশৌরীর সাথে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়।

এশিয়ান স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের সম্মেলনে

এই বছরই তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়ান স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে তিনি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন এশিয়ান দেশের ছাত্রনেতাদের সাথে পরিচিত হন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে তিনি করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি আধুনিক বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রহঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে মরহুম মাওলানার সাথে মতবিনিময় করেন। পাকিস্তানের মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, মিসর, তুরস্ক, সিরিয়া, সুদান, কুয়েত, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

লন্ডনে ফসিস সম্মেলনে

১৯৭৯ সালে জনাব কামারুজ্জামান লন্ডনে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস ইসলামিক সোসাইটিস-এর সম্মেলনে অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে

১৯৮৪ সালে তিনি ১৪ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে ২ সপ্তাহব্যাপী সৌদি আরব সফর করেন। এই প্রতিনিধি দলে আরও যারা শামিল ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগণ হচেছন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সম্পাদক মরহুম সানাউল্লাহ নূরী, আখতার-উল-আলম (ইত্তেফাক), ইকবাল সোবহান চৌধুরী (অবজারভার), ফজলুল করিম সেলিম (বাংলার বাণী), মিজানুর রহমান শেলী, সালেহ উদ্দিন জহুরী (সংগ্রাম) প্রমূখ। এ সফরকালে সৌদি সরকারের ৬ জন মন্ত্রীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাত, পবিত্র ওমরাহ পালন ছাড়াও এ সময় তিনি রিয়াদ, জেদ্দা, মদীনা, ইয়ানবুসহ বিভিন্ন শহর সফর করেন। এ বছরই তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সফর করেন। এ সফরে তিনি তেহরান, ইস্পাহান, সিরাজ, মাশহাদ, কোমনগরী, সেমনানসহ ইরানের অনেক প্রদেশে যান। তাছাড়াও কয়েকজন মন্ত্রী, আয়াতুল্লাহ ও পার্লামেন্ট সদস্যসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইরান থেকে ফেরার পথে তিনি পাকিস্তান ও দুবাই সফর করেন।

১৯৮৭ সালে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া দাওয়া কাউন্সিলের আমন্ত্রণে অতিথি বক্তা

www.pathagar.com

হিসাবে থাইল্যান্ডে ছাত্র-যুবকদের সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি বিশিষ্ট থাই মুসলিম নেতা ইব্রাহিম কোরেশীর সাথে সাক্ষাত্ করেন। উল্লেখ্য যে, ইব্রাহিম কোরেশী থাই ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেছেন।

১৯৮৭ সালে দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে তিনি প্রায় এক মাসব্যাপী সৌদি আরব সফর করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন সৌদি পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হন। ইংরেজী সৌদি পত্রিকা রিয়াদ ডেইলী তার একটি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার প্রচার করে।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাবেশে

১৯৮৮ সালে ইসলামী স্টুডেন্টস মুভমেন্ট-এর আমন্ত্রণে জনাব কামারজ্জামান ভারতের দিল্লী, আগ্রা, কোলকাতা ও মালদহ সফর করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র সমাবেশেও তিনি বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নেয়া ছাড়া এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা ইলিয়াস, সেক্রেটারী জেনারেল হামিদ হোসাইন, রেডিয়েন্স পত্রিকার সম্পাদক জনাব মোঃ ইউসুফের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

আমেরিকা ও কানাডায় ইকনা সম্মেলনে

১৯৮৯ সালের ৬ই আগষ্ট থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর ৫২ দিনে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ফ্রান্স সফর করেন। এই সফরে তিনি ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখা ছাড়াও নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউজার্সি, রোড আইল্যান্ড, ডেট্রয়েট, লন্ডন, টরেন্টো, মন্ট্রিল ও প্যারিসে প্রবাসী বাংলাদেশীদের এবং ইসলামী সংস্থার সভা-সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগ ছাড়াও স্থানীয় বেশ ক'টি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ও রেডিওতে তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়।

www.pathagar.com

এ বছরই লন্ডনে তিনি ইয়ং মুসলিম অরগানাইজেশনের সম্মেলনেও বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, এ সময়েই মরহুম আব্বাস আলী খানের উপস্থিতিতে আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এক সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকা নামক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়।

বিশ্বনেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে জনাব কামারুজ্জামান

১৯৯০ সালে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে তিনি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান সফর করেন। এ সময় তিনি আলী খামেনী, আয়াতুল্লাহ জান্নাতি, দিল্লী জামে মসজিদের ইমাম সৈয়দ আবদুল্লাহ বুখারী, লেবাননের মুফতী ফজলুল্লাহ, পাকিস্তানের খলিল হামিদী, মালয়েশিয়ার হাদি আওয়াংসহ মুসলিম বিশ্বের অনেক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৯২ সালে মরহুম আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল সফর করেন। এ সফরকালে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সার্কভূক্ত এ তিনটি দেশের শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। এ সফরকালে জামায়াত প্রতিনিধি দল পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান, প্রধানমন্ত্রী মিয়া মুহাম্মদ নওয়াজ শরীফ, স্পীকার গওহার আইয়ুব, সিনেটের চেয়ারম্যান ওয়াসিম সাজ্জাদ, আজাদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী সরদার আবদুল কাইয়ুম খান, সিনেটর ও জামায়াত নেতা কাজী হোসাইন আহমদ, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ভারতের কংগ্রেসের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ গাডগিল, মিঃ নটবর সিং, রাজ্যসভার ডেপুটি স্পীকার নাজমা হেপতুল্লাহ, মন্ত্রী অজিত পাঁজা, সালমান খুরশীদ, জনতা পার্টির নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী (পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী), আই কে গুজরাল (পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী), জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা সিরাজুল হাসান প্রমুখের সাথে সাক্ষাৎ

www.pathagar.com

করেন। এছাড়াও আরও বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সফরটি ছিল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি শুভেচ্ছা মিশন।

দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া

তিনি বেশ কয়েকবার জাপান সফর করেন এবং ইসলামিক মিশন জাপানের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি একাধিকবার মালয়েশিয়া সফর করেন। সফরকালে তিনি ইসলামিক ফোরাম অব মালয়েশিয়ার সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি মালয়েশিয়ার ইসলামিক দল পাস (PAS)-এর সম্মেলনেও যোগদান করেন এবং অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মালয়েশিয়ার ইসলামিক ইউনিভার্সিটির আল বেরুনী হলে ছাত্র শিক্ষক আয়োজিত একটি সেমিনারে তিনি ইসলামী বিপ্লবের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মালয়েশিয়ার তদানীন্তন উপ- প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সাথেও সাক্ষাৎকারে মিলিত হন এবং বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় বেশী বেশী বাংলাদেশী শ্রমিক নেয়ার ব্যাপারে অনুরোধ জানান। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী ছাত্রদের সুযোগ দানের ব্যাপারেও সে দেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২০০০ সালে মালয়েশিয়ার তেরেঙ্গানু রাজ্যের রাজধানী কুয়ালা তেরেঙ্গানুতে অনুষ্ঠিত ইসলামিক পার্টির সেমিনারে "আঞ্চলিক ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা" সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মালয়েশিয়ার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেলানতান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিক আবদুল আজিজ, তেরেঙ্গানু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উস্তাদ হাদি আওয়াং, পাস প্রেসিডেন্ট ফাজিল নূর, তেরেঙ্গানুর উপ- প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা আলী,

www.pathagar.com

আবিমের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডঃ নূর মানুতী এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট আজম আবদুর রহমান, জাস্টিস পার্টির ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ চন্দ্র মোজাফ্ফর, সেক্রেটারী জেনারেল আনোয়ার তাহিরসহ অনেক নেতা ও বুদ্ধিজীবীর সাথে তার সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়।

তিনি দাওয়াতুল ইসলাম সাউথ কোরিয়া ও ইসলামিক সেন্টারের আমন্ত্রণে যথাক্রমে কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়া সফর করেন এবং তাদের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

ইসলামিক ফোরাম অব ইউরোপের আঞ্চলিক সম্মেলন উপলক্ষে তিনি ইটালী, ফ্রান্স ও জার্মানী সফর করেন এবং সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

ভ্যাটিকান সিটিতে

ভ্যাটিক্যান সিটি সফরকালে তিনি পোপ জনপলের (২য়) বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার নিকট পোপ জনপলকে লিখিত অধ্যাপক গোলাম আযমের পত্র হস্তান্তর করেন। তুরস্ক সরকারের আমন্ত্রণে তুর্কী সরকার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তিনি সেদেশ সফর করেন। এ সফরকালে তিনি তুরস্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডঃ নাজমুদ্দিন আরবাকানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন।

তিনি ১৯৯৬ সালে আমেরিকার ডেমোক্রেটিক পার্টির কনভেনশনে যোগদানের জন্য আমেরিকা সফর করেন। সফরকালে তিনি ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক, মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, ডেট্রয়েট, লস এঞ্জেলস, শিকাগোসহ বিভিন্ন রাজ্য ও শহর সফর করেন। উল্লেখ্য যে, আমেরিকায় তিনি যতবার সফর করেছেন প্রত্যেকবারই ভয়েস অব আমেরিকা তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে। গত বছর অর্থাৎ ২০০০ সালের শেষের দিকে মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকার আমন্ত্রণে এবারও তিনি আমেরিকা সফর করেন। ভয়েস অব আমেরিকা ছাড়াও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক "ঠিকানা"য় তার একটি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়।

ইয়ামানের রাজধানী সানাতে এনডিআই আয়োজিত "রাজনৈতিক দল ও

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের উন্নয়ন" এ সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে যোগদানের জন্য তিনি ইয়ামান সফর করেন। তিনি ওয়ার্কশপের একজন ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এ ওয়ার্কশপে ৪টি মহাদেশ থেকে ৪ জন ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন। এদের মধ্যে এশিয়া মহাদেশ থেকে ছিলেন মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। ইয়ামান সফরকালে তিনি সেদেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আল ইসলাহ পার্টির প্রেসিডেন্ট ডঃ আবদুল মজিদ জিন্দানীসহ অনেকের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন।

২রা আগষ্ট থেকে ৪ঠা আগষ্ট, ২০০১ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফরকালে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট মিঃ জিমি কার্টার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে তার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান মিঃ কার্টারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এক বৈঠকে মিলিত হন।

এছাড়া বিভিন্ন সম্মেলন ও সেমিনার উপলক্ষে তিনি ব্রুনাই, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

মরহুম খন্দকার আবদুল হামিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিমত

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে তাঁর নিজ জেলা শেরপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ খুবই স্নেহ করেন। মরহুম খন্দকার আবদুল হামিদ তাঁর সম্পর্কে শেরপুরবাসীকে বলে গিয়েছেন, "আমার পরে কামারুজ্জামান শেরপুরের জনগণের জন্য অনেক কাজে আসবে। সে একজন প্রতিশ্রুতিশীল যুবক। আপনারা তার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। আমি আশা করি কামারুজ্জামান আগামী দিনে শেরপুরের উন্নয়নের জন্য বিরাট অবদান রাখতে পারবে।" মরহুম ডাক্তার ছামেদুল হকও জনাব কামারুজ্জামানকে খুবই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। ১৯৮৬ সালে জনাব জামান প্রথম বারের মত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ডাঃ ছামেদুল হক মরহুম নিজে নির্বাচন না করে

www.pathagar.com

আন্তরিকতার সাথে জনাব জামানের নির্বাচনী অভিযানে অংশ নিয়েছেন। শেরপুরের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা কাজী হোসেন আলী, মরহুম ফছিহ উদ্দিন পীর ছাহেব, মরহুম কাজী ফজলুর রহমান, মরহুম মাওলানা রিয়াজ উদ্দিন ছাহেব, মরহুম মাওলানা ফয়েজুর রহমান, মরহুম মুসলিম উদ্দিন মাষ্টার, জি কে স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রয়াত বাবু রোহিনী কান্ত হোড়, মরহুম অধ্যাপক আবদুস সাত্তার প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও জনাব কামারুজ্জামানকে ছাত্রজীবন থেকেই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। জনাব কামারুজ্জামানের নম্র, ভদ্র, অমায়িক ব্যবহার দল-মত- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছেন।

আমাদের আহ্বান

শেরপুরের জনগণ আশা করে জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান তার মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে ইসলাম ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী শান্তির দেশে পরিণত করার জন্য যে অবদান রেখে যাচেছন তার পাশাপাশি অবহেলিত শেরপুর জেলার উন্নয়নের জন্য তিনি বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। শেরপুরের আরও যারা রাজনীতি করছেন কারো কাজকেই খাটো বা ছোট করে দেখার কোন যুক্তি নেই। তবে আমাদের বিশ্বাস জনাব জামানকে যদি শেরপুরবাসীর খেদমত করার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে তিনি আরও ভালো করবেন এবং তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভাকে দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত করতে সক্ষম হবেন। আসুন আমরা এবার সবাই মিলে আমাদের এই প্রিয় সন্তানকে শেরপুরবাসীর প্রতিনিধি নির্বাচিত করে দেশ সেবার সুযোগ করে দেই।

নিবেদনে-

শেরপুরবাসী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জনাব কামারুজ্জামান দেশে ও বিদেশে

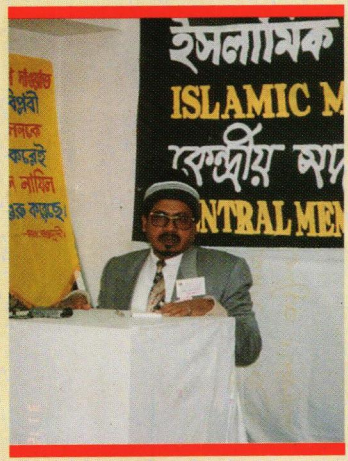

টোকিওতে ইসলামিক মিশন জাপানের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন জনাব কামারুজ্জামান

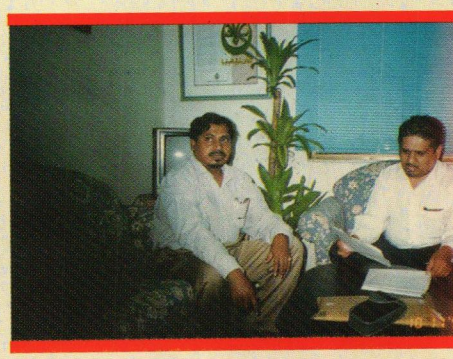

আবিমের প্রেসিডেন্ট ডঃ নূর মানুতীর সাথে এক বৈঠকে জনাব কামারুজ্জামান

প্রেসিডেন্টের সাথে **জামায়াত** প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকালে অন্যান্য **নেতৃবৃন্দে**র সাথে জনাব কামারুজ্জামান

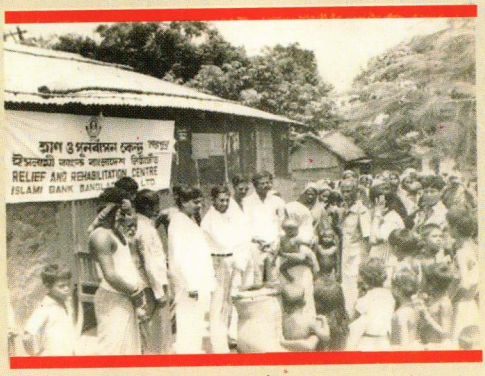

শেরপুরের একটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ত্রাণ বিতরণ করছেন জনাব কামারুজ্জামান

তুরস্ক সফরকালে সেখান**কার ইসলামী** আন্দোলনে একজন নেতার সাথে জনা**ব কামারু**জ্জামান